27 MAY 2017

দৈনিক
ইত্তেফাক

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি আবেদন করেনি দেড় লাখ শিক্ষার্থী

প্রথম পর্যায়ের ফল প্রকাশ ৫ জুন

■ নিজামুল হক

এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও পরবর্তী ধাপ 'একাদশ শ্রেণি'তে ভর্তির জন্য আবেদন করেনি এমন শিক্ষার্থী দেড় লাখ। ১৪ দিন সময় পেয়েও আবেদন না করা এসব শিক্ষার্থী কার্যত ঝড়ে পড়লো। প্রতিবছরই এমন সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ে বলে জানিয়েছেন শিক্ষাবোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডে এসএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪ লাখ ৩১ হাজার ছাত্রছাত্রী। এদের পাশাপাশি ২০১৫ ও ২০১৬ সালের এসএসসি উত্তীর্ণদের এবারও আবেদনের সুযোগ ছিল।

গতকাল রাত ১২টা পর্যন্ত ২০১৭ সালের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদনের সুযোগ ছিল। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আবেদন করেছে ১২ লাখ ৮৮ হাজার। এর মধ্যে অনলাইনে আবেদন করেছে ৯ লাখ ৬৫ হাজার ৭৯২ এবং মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করেছে ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৫৬৯ জন। একজন শিক্ষার্থী সর্বনিম্ন ৫টি কলেজ ও সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে আবেদনে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি

২০ পৃষ্ঠার পর

করেছে। সে হিসাবে মোট আবেদনের সংখ্যা ৬১ লাখ ৩৫ হাজার।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩ লাখ এক হাজার ৯৯ জন কলেজে ভর্তি হতে আবেদন করে। এই হিসাবে এসএসসি উত্তীর্ণ ১ লাখ ৫৪ হাজার ৩৬৬ জন কলেজে ভর্তির আবেদন করেনি গতবছরও।

ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, আবেদন করা এসব শিক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই-বাছাই করা হবে আজ থেকে। চলবে ২৯ মে পর্যন্ত। এছাড়া শুধু পুনর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে যাদের ফল পরিবর্তন হবে তাদের আবেদনের সুযোগ থাকবে ৩০ ও ৩১ মে। আর প্রথম পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ হবে ৫ জুন। শিক্ষার্থীদের সিলেকশন নিশ্চায়ন করা হবে ৬ থেকে ৮ জুন। এরপর মাইগ্রেশনের আবেদনের পাশাপাশি নতুন আবেদন নেয়া হবে ৯ ও ১০ জুন। আবেদন না করার শিক্ষার্থীরা ১৬ ও ১৭ জুন দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে।

অতীতে কলেজ নিশ্চয়ানের জন্য শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট কলেজের ভর্তি ও অন্যান্য ফি দিয়ে ভর্তি হতে হতো। এতে শিক্ষার্থীদের কলেজ মাইগ্রেশনের পর অন্য কলেজে গিয়ে আবার ভর্তি হতে হতো। শিক্ষার্থীদের একাধিক কলেজে ভর্তি হয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হতো। এবার তা হবে না। শুধু রেজিস্ট্রেশন ফি, ক্রীড়া ফিসহ মাত্র ১৮৫ টাকা জমা দিয়ে নিশ্চায়ন করা যাবে।

১ জুলাই ক্লাস শুরুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ভর্তির সকল কার্যক্রম শেষ করার প্রস্তুত রয়েছে ঢাকা শিক্ষাবোর্ড।